জীবনের পরিসর

কমলেশ রায়

রান্নাশাল থেকে মাছের ঝোলের বাস এই শীতের দুপুরে চাড়িয়ে যাচ্ছে খালপারে মেঠো জমির বুক ছাপিয়ে আসা হাওয়ায়.অর্চনা এখন উঠানের বাইরে গাছপালার ধারে। দু'চারটে বাড়ির পরে কলোনিপাড়ার সীমানা শেষ। তারপরেই ধূ ধূ ফসলের মাঠ।বোরো ধানের পাকার সময় হয়ে এল। ভোরের শিশিরে শিষ আলুথালু হয়ে জমির সাথে শুয়ে থাকে।
বাড়িটা রামপদ ঘড়াইয়ের। আদি বাড়ি ছিল ঘাটালে। বছর পনের আগে ভাসতে ভাসতে চলে এসেছিল দখনের এই দিকে। রেলবাজারে রামপদর গোলদারি দোকান। বেচাকেনা বেশ ভালো বলে লাভের পুঁজিতে দোতলা উঠছে। দেওয়াল শেষ। জানলা দরজা বসে গেছে, বাকি শুধু ছাদ ঢালাই। ছাদ মানে ঘরের টঙ। সেটা পৌষ মাসের সংক্রান্তি বেলায়ওঠাবে না সে। সংক্রান্তি কাটলে কাজ শু আবার। বাড়ির আগে পেছনে অনেকটা জমি। জমিকে ঘিরে পাহারাদারি নারকেল খেজুরসুপুরি গাছের। সামনের বাগানে চন্দ্রমুখি আলু ক'দিন পরে উঠবে। বড় মাথার ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুক্তকেশী বেগুন, রাঙা মূলো আর পালঙের ঝাড়। রামপদর সবজি বাগান দেখার মত।
অন্যদিন এতক্ষণ দুপুরে খাওয়ার জন্যে রামপদ চলে আসে। আজ হয়তো দোকানে ভিড়। আসতে দেরি হচ্ছে। তেমন হলে নাও আসতে পারে। দোকানের ছেলেটা সাইকেলে চলে আসবে--- 'ও বৌদি, মালিক পাইটে দেল। আসটি পারবে না। মেলা খদ্দের। ভাতের টিফিনকারি দাও।' হপ্তায় দু' চারদিন এরকম হয়। হলেই অর্চনার হাতে অঢেল সময়।শ্বশুর গত হয়েছে, বুড়ি শাশুড়ি পুজোপাট কীর্তন নিয়ে ব্যস্ত। বছর পাঁচেকের ছেলে সবে স্কুলে যেতে শু করেছে।
'নারকেল পাড়াবেন, সুপুরি পাড়াবেন।' হাঁক শুনে মুখ ফেরাল অর্চনা --- ওমা, সেই বুড়ো!
এ বাড়ির চৌহদ্দিতে কম করেও তিরিশটা সুপুরি আর গোটা দশের নারকেল। তিরিশটা গাছেই বুনো সুপুরির পাকা খয়েরি কাঁদি নামিয়ে নিতে। ফড়েরা এসে দরদাম করে নিয়ে যাবে।
মানুষেটার এক সময় নাম ছিল জামিদ্দিন আলি। কলোনিপাড়া ও এদিকের লোকজন কাটছাঁট করে নামটাকে ছোট করে এনেছে --- জামিরালি। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। লম্বা ঋজু চেহারা বয়সের ভারে নোয়া তো দূরের, গড়নপিটান টানটান। সাদা চুল দাড়ি, নীল চোখ। গায়ের রঙ একসময় ফরসা ছিল। এখন রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে তামাটে। পরনে ময়লা শার্ট ধুতি, গায়ে পুরোন রঙচটা খদ্দরের চাদর। কাঁধে প্লাস্টিকের বস্তায় গাছপাড়ার সরঞ্জাম।
'এই যে এদিকে এস। পাড়তি হবে। ' অর্চনা ডাকল। হাততালি দিল।
সামনে এসে দাঁড়াল জামিরালি। অর্চনার মাথা ছাড়িয়ে আরও হাত দুয়েক লম্বা। বুক অব্দি মানুষজন জানে সবজি, লিচু, আতা, সফেদার অভাব নেই।
উঠোন পেরিয়ে জামিরালি দাওয়ায বসল, বস্তাটা নামাল পাশে। চোখ তুলে তাকাল অর্চনার দিকে--- 'কটা গাছ আছে মা?'
অর্চনা হাসল। ফি বছর বুড়ো মানুষটা একই প্রশ্ন করে যেন বছর বছর সুপুরি গাছ হয। সেই গাছে সুপুরি পাকে। গত বছর বাগানের সুপুরি গাছগুলো ওই তো ঝাড়াই করেছিল। জামিরালি তা জানে তবু প্রশ্ন। যদি কোনও গাছটাই ঝড়ে পড়ে গেছে, কাটা পড়েছে। আসলে দর তো গাছ পিছু, এটা তো তার নিজের বের করা হিসেব। অন্যরা কেউ শ' পিছু, কেউ

গণ্ডাপিছু।
'এ বছর কত নেবা?'
'গাছ পিছু চার টাকা আর শ'য়ে পাঁচটা সুপুরি। এইডা ফাউ বলতি পার।'
'অন্যেরা গাছ কাটাই নেয় না। তুমি নাও ক্যান? ওদের গণ্ডা হিসেবে।'
'তুমি জাননি কিচ্ছু। ওই হিসেবেই ওরা সুপুরি মারে। বুঝতি পারবা না। আমার ইমান আছে। আমি ওসব গুনাহ্ করতি ভয পাই। লাহ্য নেব ঠকাবনি।'
'এই বয়সে গাছে উঠতি পারবা? মাথা ঘুইরে পড়ি যাবা না তো?' অর্চনা একটু শংকিত।
'কাঠবিড়ালি দেখোস? তার তে জোরে গাছ বাইতে পারি। নাও চল, বাগানখান দেখাও।'
বাগান দেখে মোহিত জমিরালি। বড় বড় সুপুরি ডগায, আঁধার হয়ে আছে মাটি। ছাঁটাই দরকার। শীতের মাটি খু কিন্তু বৃষ্টির টাপুরি পেলেই স্যাঁতসেতে, গোড়ায় জল জমে পচন। এই কলোনি কেন, আশপাশের দুটো গাঁয়ে এত বড় সুপুরি ব াগান চোখে পড়ে না। চম্পাহাটির কাছে এক বাড়িতে চাষের জমির বদলে টানা সুপুরি বাগান।
জামিরালি তৈরি হল। তিরিশ গাছের সুপুরি পাড়া অনেকটা সময়। কোমরে দড়ির বেল্টে ধারাল শানদেওয়া কাস্তেবাঁক দ া। এক কোপে কাঁদি নেমে যাবে। দু পায়ের গোড়ালিতে পেঁচান দড়ি। দড়ির মই। চিকন পিছল গাছ বেয়ে জামিরালি তার নিজের যন্তর নিয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে। এই বয়সেও শরীরে জরা নেই। উপর থেকে পড়তে লাগল নারকল সুপুরির কাঁধি একের পর এক।
আজ দোকানের ছেলেটা এল সাইকেল চালিয়ে, টিফিনকারি নিয়ে চলে গেল। তার মানে রামপদ দুপুরে ঘরে ফিরবে না। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে ফিরবে সেই রাতে। সাইকেলের ছেলেটা ঘর পর্যন্ত প্যেঁছে দিয়ে সাইকেল নিয়ে চলে য়াবে নিজের পাড়ায়। তিরিশটা গাছ ঝাড়া কম কথা নয়। এক একটা গাছে চার - পাঁচটা পাকা হলুদ সুপুরির কাঁদি। নিচে ফেললে ছড়িয়ে যাবে সুপুরি এদিকওদিক। কোমরের মোটা দড়িতে কাঁদিগুলো ঝুলিয়ে দোল খাইযে আস্তে মাটিতে না মিয়ে দিচ্ছে সে।
পুরো কাঁদি ফেলে দাওয়ায রেখে গুনতে গুনতে দুপুর অনেকটা গড়িয়ে গেল। নারকেল গাছের ছাযা নেমেছে মাটিতে। এর ফাঁকে চান সারা অর্চনার। জামিরালির গোনা - গুনতি শেষ। পযসাও পেয়ে গেছে। পরিশ্রান্ত। বার দুয়েক জল চেয়ে খেয়েছে। দেখেই বুঝতে পারা যায় সারাদিন তেমন কিছু পেটে পড়েনি। এই বুড়ো বয়সে সারা দুপুর অভুক্ত থাকে!
'মা, একটা কথা কই। কিছু মনে করবা নাতো?' কোমরের গামছা খুলে মুখের ঘাম মুছল জামিরালি। চুলে পাতাটাতা ল াগা। একমাথা সাদা চুল দাড়িতে সন্ন্যাসী চেহারা।
'না, কও।'
'ভুখ লেগেছে। কিছু খাতি দেবা?'
'বাগান তে একটা কলাপাতা কাটি নে এইসো।' মমতাভরা গলা অর্চনার।
জলে ধোয়া পাতায ভাত তরকারি মাছের ঝোল। বড় তৃপ্তি করে খাচ্ছে মানুষটা। লোকে
গাছ ঝাড়ায, পয়সা মিটিয়ে দেয়, খেতে দেয় না। অথচ দু' মুঠো খাওয়ার জন্য ভেতরটা আকুলি বিকুলি করে ওরা। রে াজ তো কেউ নারকেল সুপুরি পাড়ায় না।
কথায় কথায় বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করল অর্চনা, 'বাড়িতে তোমার কে আছে?'
'ছিল সব এখন কেউনি। বিবি সেই কবে গেস। এক বিটি তারে শাদি দিসিলাম, বাচচা হতি সেই চাইলে গেল। এক ছেলে বডারে চোরাই মাল টানত। একদিন গ পাচার করতি গে বিসেফের গুলিতে মরসে।'
'না মা, জমিটমি নি। এখান তে দু গাঁ পার খালধারে একখান ছোট মাটির ঘর আছে ভাঙাচুরো। আল্লাহ্ রে কত কই আম ার যেন ইন্তেকাল হয়। মাজারে নামাজ সেরে বইসা দোয়া মাগি। আল্লাহ্ এত লম্বা জীবন দেসেন। সারা জীবনটা বদলের মত টানসি। নিজের বলতি কেউনি। কী হবে জীবনটা দে? বুড়ো হয়ে গেসি এহন কবরে যাতি পারলি বাঁচি। এমন নসিব মা, কবরে মাটি দেবার কেউ নি। তুমি কও মা, এত লম্বা জীবনডা নে আমি কি করব?'
মুহূর্তে পরিবেশ পাল্টে গেল। এক বুড়ো মানুষের তার লম্বা জীবন বইবার অসহায়তা কাতরতা অর্চনার মন ছুঁয়ে গেল। ম

ানুষ পারলে আরও বেশিদিন বাঁচতে চায়। অথচ জামিরালি তার জীবনটুকুতে সুখের দাবত পায় না। লাঙলচষা মাটির মত নিজের তকদির আজন্মা ভাঙাচুরো, দুবেলা দোয়া মাঙছে নিজের ইন্তকালের, সেটা আসছে না, ধরাও দিচ্ছে না। দুমুঠো ভাতের জন্য লোকের বাড়ি বাড়ি ঘোরা। এই দিনযাপন, এই দিনকাল জামিরালির সব কিছু কেড়ে নিয়েছে। জীবনটা ঠুঁটো হয়ে আছে খানিকটা বাতগ্রস্তের মত। সন্তর্পণে তাকিয়ে থেকেছে, কিছু নেই কেবল চরাচরের শূন্যতা ছাড়া ান। বেঁচে থাকার ইচ্ছেয় ঝাপসা আস্তর পড়েছে।

মাঝেমাঝে তার মনে হয়, জীবনটা তার সাথে হাসি মস্করা করছে। তাকে নিয়ে যেমন খুশি খেলিয়ে নিচ্ছে বা, উসুল করে নিচ্ছে নিজের ইমান ধরম কোথাও টাল খায় কিনা তার ইন্তেহান। তারপর কেড়ে নিয়েছে স্বজন পরিজন। নিজেকে ইমান ধরম কোথাও টাল খায় কিনা তার ইন্তেহান। তারপর কেড়ে নিয়েছে স্বজন পরিজন। শুধু একা মানুষ তার সকল অনিচ্ছা অতৃষ্ণা নিয়ে ভারবওয়া পশুর মত দীর্ঘ জীবনের বয়সটাকে ধুঁয়ে ধুঁয়ে টেনে চলেছে যেখানে বিন্দুমাত্র প্রত্যাশা নেই আরও কিছু কাল বাঁচার । নিজেকে খুদখুশী করার জন্য কত দিন মাঠের ধারে ঝুরি নামা বটগাছের নিচে দাঁড়িয়েছে দড়িদড়া নিয়ে। কিন্তু সেই গানাহ্‌কাল তার আসেনি।

উঠে পড়ল জামিরালি বুড়ো বয়সে লোকের জল শুকোয়, তার চোখে বহতা পানি। জামার হাতায় মুছে প্লাস্টিকের বস্তা আবার কাঁধে -- 'চলি মা। আজ দুমুঠো খাইয়ে দেওস। রাতির বেলা আর খাওয়া লাগব না। আল্লাহ্‌ মেহেরবান। কারে খাতি দেবেন, কারে ভুখা রাখবেন তিনি ছাড়া কে জানেন। এই যে আমি মা, সত্তরের বুড়ো রোজদিন ইন্তেকাল মাঙছি, তাঁর কবুল হচ্ছে না।' হাসছিল সে। সেই হাসিতে পোড়খাওয়া জীবন দুলে উঠলেও ভেতর ফোঁপরা।

জামিরালি চলে যাচ্ছে কলোনি পাড়া দিয়ে। দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে। কাকেদের কা-কা। খালপারের ঢালু জমি থেকে উড়ে এল কিছু পাখি। লম্বা মানুষটা তার টানটান শরীর নিয়ে কথার নকশী গাঁথছে--- 'নারকেল পাড়াবেন, সুপুরি পাড়াবেন।' সারা মাঠ জুড়ে তার এই ডাক গেরস্থ বাড়ির উঠোন পেরিয়ে চলে যাচ্ছে দূরে। একাকী, নিরিবিলি।

।।দুই ।।

পৌষ পার্বন সামনে। সংক্রান্তির দুদিন আগে বাগানে বাগানে ঝুনো নারকেল পাড়ার ধুম। নারকেলের ছাঁই মেরে নাড়ু হবে, সঙ্গে রকমারি পিঠে সংক্রান্তির সকালে। নিজের গাঁয়ে ফকির শা'র মাজারে আর্জি জানিয়েছিল জামিরালি, গাছ ঝাড়াইয়ের ভাল বরাত পেলে সামনের উর্‌সে মাজারে চাদর চড়াবে। মাসের মাঝামাঝি উর্‌স, তখন মেলে বসে, হাওয়ায় কাওয়ালি ওড়ে।

মাজারের দুপাশে গোটা তিনেক ঝাঁকড়া বকুল। ঝরা সাদা বকুল ফুলে মাজার থেকে খুশবু শীতের বাতাসে। শুকনো পাতা পড়েছিল মাজারের সিমেন্ট চত্বরে। হাঁটু মুড়ে বসে দু হাতে ঝরাপাতা সাফ করতে করতে একবার বুক ঠেলে উঠেছিল কথাটা। চার অক্ষরের শব্দ কোনও দিন বাসি হয় না। যতদিন দুনিয়া আর দুনিয়াদারি এ শব্দ জীবন। সত্ত্বা কাঁপিয়ে রাখে, কোনও দিন ফুরবে না -- ইন্তেকাল। অথচ জামিরালির মনে হয়, সে যেন অনন্তকাল অপেক্ষায় বসে আছে এই একটি শব্দে মিশে একাকার হয়ে যেতে।

কত জনহীন রাত, গ্রীষ্মের দাউ দাউ আগুন, কালবোশেখীর দুরন্ত ঝড়। হিমজ্যোৎস্নার ঢল। কোনও বর্ষায় দু পাড় ভাসাল খালের প্লাবন --- এর ভেতরেই ভেবেছিল তার জীবনের অনন্ত বয়স ফুরিয়ে আসবে, সে ভয়হীন হবে, কিন্তু সেই উৎসার শেষ হয়নি। বেঁচে আছে জামিরালি। কি যে কষ্টের যন্ত্রণার এই বেঁচেথাকা।

মাস ফুরতে না ফুরতে কাছে পিঠে দূরে পাড়ায় পাড়ায় গাছঝাড়াই লোক বেরিয়ে পড়েছে। তাগড়া জোয়ান মরদ সব। নিজেদের মধ্যে বাড়ি বাড়ি গাছের ভাগবাঁটোয়ারা, রেশারেশি, মাল বুঝে ঝপ করে রেট কমিয়ে দেওয়া এক সঙ্গে নারকেল আর সুপুরি পেলে। গেরস্থরাও এই সুযোগটা নেয়। ওরাই আবার কূটকুচুলি করে---- বাবু, জামিরালিরে ডাকবেন না। বুড়ো হয়েসে গাছ বাইতে পড়ে যায়। পড়লি আপনার থানা পুলিশে ছুটতি হবে।' তাই জামিরালি কোথাও কাজ পাচ্ছে না। গাছঝাড়াইয়ের টাকাও ফুরিয়ে আসছে। মাজারে নামাজ সেরে বেরিয়ে সারা দুপুরটা টহল দেয়। যেখানে যায়, শোনে ঝাড়াই হয়ে গেছে। আগের দল ফাঁক - পোকর রাখেনি ঢুকে পড়ার। উল্টে গাছ মালিকেরা ওর চেহারাটা কেমন সন্দিগ্ধ চোখে জরিপ করে মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেখানে সত্তরের ছাপ নাবাল - উচল জমি বুনে রেখেছে।

রেল বাজারে কাছে আজকাল নতুন বাড়িঘর উঠছে উঁচু উঁচু, মাপা জমিতে গাছের চিহ্ন নেই। পুরোন বাজারে খেয়াদহ -- মালঞ্চর বাসস্ট্যান্ডেএসেছে জামিরালি। আজ আবার উত্তরের হাওয়া ছেড়েছে। সংক্রান্তি এগিয়ে এলে ফি - বছর কোন দিক থেকে হাওয়াটা ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই ধাক্কায় টেঁসে যায় জামিরালির থেকেও কম বয়সী বুড়োবুড়ি। ফাঁকা মাঠে হাওয়াটা শনশন শব্দ তোলে। জোনান দেয়, দোজখ বা বেহস্ত যাওয়ার সময় এল।

মোটা খদ্দরের চাদরে জুত পাচ্ছে না জামিরালি। ভেতরে একটা কাঁপুনি লেগেই আছে। সংক্রান্তি এগিয়ে এসেছে, আর দু'তিন দিন। রোজগারপাতি কিছুই হয়নি। সব জায়গাতেই সে বাতিল। গাঁ থেকে বেরবার সময় একদল কাকের ডাক শুনেছিল আজ, সেই দলে কিছু দাঁড়কাকও ছিল। অমঙ্গলে বিদঘুটে ডাক। শিশির ভেজা গাছপালায় মাঠের সবজি থেকে সবে তখন সূয্যির রঙ।

বাসস্ট্যান্ডের কোণাকুণি অধীর সাঁপুইয়ের চা-গুমটি। উনোনে কেটলি বসেই আছে। দুধ, লিকার দুই-ই আছে। দোকানের সামনে কাঁচের বোয়ামে রকমারি বিস্কুট। দুটো বেঞ্চ পাতা পাশাপাশি দোকানের ভেতরে আর বাইরে। বাস ধরার লোকজনের ভিড় বেশি তবে কাজুড়ে লোক এসে খোঁজখবর নিয়ে যায়--- রাজমিস্ত্রি, কলের মিস্ত্রি, মাটি সাপ্লাইয়ের ঠিকাদার, রোজের মজুর। সব ঘরেরঘাঁটি এখানে, কাজ পাওয়ার ও দেওয়ার।

একটা বেঞ্চ ফাঁক পেয়ে বসতে যাচ্ছিল জামিরালি, ওকে দেখে অধীর কাকে যেন ডাক দিল--- 'ও নগেনদা, যারে খুইজতে ছিল আস্যে গেছে। এদিকি আস।' ধুতি গরম কাপড়ের পাঞ্জাবি, গায়ে শাল, মাথায় কানচাপা উলেন টুপি। মানুষটা কার সাথে কথা বলছে। ঘাড় ঘুরিয়ে একটু দেখে হাত তুলে ইশারা করল পরে আসছে। সেই ফাঁকে খেয়াদহ থেকে ছেড়ে আসা ঘটকপুকুরের বাস লুকে পড়ল। যাত্রীদের দৌড়াদৌড়ি। যার সাথে কথা বলছিল ধুতি পাঞ্জাবি তাকে বাসে তুলে দিয়ে অধীরের দোকানে বেঞ্চে বসতে বসতে বলল --- 'এবার কও।'

'নগেনদা এ হল জামিরালি। বয়স দেখবেন না, ঠকে যাবেন। কাঠবিড়ালির মত তরতর কইরে গাছ বাইতে পারে। চুরিচামারি করে না, গাছপিছু ডাক। ভীষণ ইমানদার। গাছ ঝাড়াইয়ের পরে মাল গুনেগেঁথে গুছিয়ে দেবেখন। কোনও জোগাড়ে লাগবে না। দিতি পারলি ভাল। না দিলি একাই একশ।'

'তা তোমার কি রেট আগে শুনি।'

'গাছপিছু চারটাকা। সুপুরি হলি শ'য়ে পাঁচটা আর নারকেল হলি এট্টা। এটা ফাউ বলতি পারে।'

'ফাউ নিয়ে মাথাব্যথা নেই, ও তুমি এমনিই পাবে। ঘুটিয়ারি শরীফে আর বেতবেড়েতে আমার দুটো বাগান। নারকেল সুপুরি মিলিয়ে একশটার বেশি গাছ। দুটো জায়গাতে রেল স্টেশন, অসুবিধে হবে না। সঙ্গে আমার লোক যাবে তোমার সাথে। চা নাস্তা দুপুরের খাওয়া আমার। একশ'টা গাছ যখন রেট কম করতে হবে। তিনটাকার বেশি দিতে পারব না।'

তিনটাকা মানে এক লপ্তে তিনশ। অনেকদিন এত বড় মাপের গাছঝাড়াই সে পায়নি। জামিরালি যখন হিসেবটসেব, সুড়ুৎ করে মনে ঢুকে পড়ল বকুল গাছের নিচে ফকির শা'র মাজারে তার আর্জির কথা। শা' ফকির আজও জিন্দাপীর , তাহলে তার আর্জিকবুল হয়েছে।

'কি হল, দরটা মনে ধরছে না বুঝি? কিন্তু ওর বেশি তো উঠতে পারব না। তবে তুমি বুড়ো মানুষ, কষ্ট করে গাছ ঝাড়বে। ফাউয়ের দিচ্ছি। একশ নারকেল পিছু দুটো ফাউ আর সুপুরি তুমি শ'য়ে দশটা নিও পাঁচটার জায়গায়। এগুলো বিক্রি করলে কিছু আরও টাকা হাতে আসবে। রাজি তো?'

'হাঁ বাবু, আমারে নে চলেন।'

'তুমি এই দোকানে বস, আমি মাছ আর সবজি বাজার ঘুরে আসছি। এই অধীর একে চা বিস্কুট দাও।'

ভাঁড়ে নয়, কাঁচের গেলাসে অনেকটা চা সঙ্গে গোটা চারেক মোটা লেড়ো বিস্কুট এগিয়ে দিয়ে হাসল অধীর--- 'আজ তোমার জবর বিজনেস হল দেখতিস। ' নিজে এক ভাঁড় চা নিল। পরের বাসের লোকজন আসতে শু করেছে--- মালঞ্চ, জীবনতলা, সরবেড়িয়া।

'বাবুটি কে?' জিজ্ঞেস করল জামিরালি। যেই হোক, মনটি নরম। দয়ামায়া আছে। পেরিয়ে সাহেবপাড়ায় সাবেকী বাড়িঘর।গোটা তিনেক মাছের ভেড়ি ক্যানিংয়ের দিকি, একখান বাস চলে, সোনারপুর - বেহালা, পার্টির নেতা লোকাল কমিটির। তোমার ভাগ্য ভাল এমন লোকের বাগান পেয়োস।'

কথা বলতে বলতে জন তিনেক গাছ ঝাড়াইয়ের লোক হাজির। কোমরে গাছ কাটার সরঞ্জাম, মাথায় কান চেপে গামছা। ওরা জামিরালিকে দেখে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করল। এগিয়ে এল অধীরের দিকে--- 'অধীরদা, চা দাও। কুন্হ খবরটবর আছে নাই?'

'ছেল, সে খবর বিত্রি হয়ে গেস। একশ'র বেশি গাছ।' হাসল অধীর। ওদের চা দিল।

'এত গুলান গাছ সকাল সকাল কারে বিত্রি করলা? কমিশন পেয়োস?'

'যে বাবুর গাছ তারে কমিশন চাওয়ার হিম্মত আছে? সে চাইলি এ চায়ের গুমটি তুলি দিতি পারে।'

'তা নামটা শুনি। চার - পাঁচশ'র বিজনেস চইলে গেল। কে নেস?'

'বাবু হল গে লোকাল কমিটির পার্টির নেতা নগেন বিশ্বেস। নেসে এই জামিরালি।'

মুহূর্তে কাজিয়া তৈরি হয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে ক্যাচাল। ওরা হাত ধরে তুলে দাঁড় করাল জামিরালিকে, কোমরের গ ামছাখুলে গলায় পেঁচান দিল--- 'শালা বুড়ো, আমাদের বাত মারতি আইসিস? আজ তোরে যমের বাড়ি পাইঠে দেব। একদিন বলিসি না,হিঁদু পাড়ায় গাছ ঝাড়বি না। আজ তোরে ঝাড় দেব।' পটাস করে শব্দ। জামিরালির মুখে চড় পড়ল একটা, কাঁকিয়ে উঠল সে। বুড়ো হাড় কেঁপে কনকনিয়ে গেল। গায়ের চাদরটা ধুলোয় গড়াগড়ি। উত্তরের ঠাণ্ডা বাতাস হ াড়ে সেঁধিয়ে যাচ্ছে প্রতিরোধের ক্ষমতা শুষে নিয়ে। আবার একটা চড়। মানুষজন হতভম্ব। অধীর দৌড়ে এসে ধাক্কা দিল তিনজনকে--- 'এই তোরা করিস কি?'

রাস্তার ওপারে হাজী মিটশপ। কাটা খাসি টাঙান। ব্যাপারটা তার চোখে গেছে। এক লাফে দোকান থেকে নেমে রক্তমাখা চাপার নিয়ে দৌয়ে এল। একজনের চুলের গৌড়া খামচে চিৎকারে চাপার তুলল--- 'গরীব মোছলমানরে এক পাইয়ে হিম্মত দেখাস?' চারপাশের লোকজন ধরে ফেলল ওদের। হৈচৈ। ভ্যানরিকশাওলারা দৌড়ে এল। ভাগ হয়ে গেল দু দলে। মারপিটের জন্যে মরিয়া।

'এ শালা বুড়ো আমাদের লোকায় আইসে ক্যান? গেরামের দিকি মোছলমান পাড়ায় যাতি পারে না? মরতি চলেল, এখন আমাদের বাত মারতেস।' একজন খে উঠল।

হাজি তেড়ে উঠল--- 'এই শালা, পাড়ার কথা কবি না। হিঁদুপাড়ার গাছগুলান কি তোর বাপের? যার যেখানে খুশি য াবে। তোরা এদিকি লাইন মারতি আইসিস ক্যান। অন্যদিকি যাতি পারি না? বুড়ো মানুষটারে মারলি ক্যান, ভেবেছিল কেউ নি? এই চপারে বাজারের মদ্দি জবাই করি ফ্যালবো।'

ততক্ষণে নগেন বিশ্বাস পৌঁছে গেছে। লোকের ভিড়টিড় ঠেলে সামনে এগোতেই মারমুখী হাজী কাছে এল --- 'নগেনদা, অ াজ এই হারামজাদাদের বিচার করেন। তিনজন মিলি এ বুড়োটারে মারতে ছেল।' নগেন বিশ্বাসকে দেখে কোলাহল, ভিড় থমকে গেছে। এখানে রিকশা আর ভ্যান ইউনিয়নের সেক্রেটারী নগেন বিশ্বাস। ওকে দেখে ভ্যানওলারা গা ঢাকা দিয়েছে এদিক ওদিক। নগেন বিশ্বাস এমনিতে লোক ভাল। শ্রমিক দরদী। রেগে গেলে ভিন্ন মানুষ। পার্টির ছেলেরা প্রকাশ্য দিনের বেলা লাশ ফেলে দেবে। লোকে দেখলেও সাক্ষী পাওয়া যাবে না। থানা পুলিশও হবে না।

বিচার হয়ে গেল। সামনের দোকান থেকে কাতার দড়ি এল। হাত বাঁধা হল তিনজনের একটা ভ্যান রিকশায় ওঠান হল। সঙ্গে দু'তিন ন লোক। হেঁটে যায় ওরা ভ্যানের সাথে। নগেন বিশ্বাসের থমথমে মুখ।--- 'এদের তোরা থানায় নিয়ে যা। বড়বাবুকে বলবি এফ - আই - আর নিতে, আমি বলেছি। পেছনে আসছি, সই - সাবুদ করে দেব।' বেশি দূর নয়। লেভেল ত্রসিং পেরলেই তিনমাথার মোড়ে থানা। ভ্যান চলে যেতে নগেন বিশ্বাস সুস্থির হল--- 'চল, জামিরালি আমার স াথে।' বড় কিছু এ-কাজ সে -কাজ নয়, সামান্য গাছঝাড়ার ব্যাপার। একজন বুড়ো মানুষের মুখের ভাত, মেহনতের পয়সা ছিনিয়ে নিতে তিনজন দামড়া মরদের একি চুলোচুলি? বুড়োকে হাটিয়ে ভোবে সবলেরা আসবে? নগেন ভাবছিল, তুচ্ছ ব্যাপার তবে সে না এলে তো হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বেধে বাজারে। মনটা তিতো হয়ে গেল।

।। তিন ।।

জামিরালি ভেবেছিল, ঘুটিযারি শরীফ আর বেতবেড়ার কাজ তুলে একদিনে ফিরে আসতে পারবে। এত ফরসাছাঁদের ক াজ যে, নগেন বিশ্বাস অবাক। যোগ্য লোকের কদর জানে। ধারে কাছে আরও কাজ পাইয়ে দিল। সেদিন বাজারের ব্যাপ

ারটা মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিল না। তার বাগানে কাজের জন্য বুড়ো মানুষটাকে মার খেতে হয়েছে। পার্টির নেতা বলে এদিকেও নগেন ঝিাসের প্রতিপত্তি কম নয়। ফল পেল জামিরালি। একদিনের জায়গায় এক হপ্তা পরে ফিরল। বাগ ানের পর বাগান--- তালডি, ক্যানিং, পিয়ালি। ক্যানিংয়ে মাতলা নদী পেরিয়ে ওপারে ডকঘাট, ভাঙনখালি।

দেখতে দেখতে পীর ফকির শা'র উর্স মেলা চলে এল। দু দিন বাকি। আজ রেলবাজারে গিয়ে পছন্দ করে ফুলতোলা খদ্দরের চাদর এনেছে জামিরালি। জমিনে আঁচলে নকশা। নতুন একটা কিস্তি টুপি এনেছে। অনেক দরদাম করে ফুলহাতা সাদা কুর্তা আরলুঙ্গিটা কিনতে পেরে বুকের ভেতরে তাজিযার তাশাপার্টির বাজনা বাজছে। মাজারের খাদেম ঠিক বলেছিল --- 'মুশকিল আসান করে ফকির শা' পীর। শুধু চাদর নয়। সিন্নি চাদর নয়। সিন্নি চড়াবে জামিরালি। তা একট াই দুঃখু, খাদেম চাদরটা মাজারে একবার চড়িয়ে সরিয়ে রাখে। অন্য চাদর আসে চাদরাপাশীতে। চাহত চলে যায় মাজার কমিটির আপিসে। জামিরালির অত কিছু দেখার নেই। তার মত গীরবের চাদর শা' পীর কবুল করেছেন, এই ঢের।

একদিন পরে আকাশে ঝামরে এল গোছা গোছা কালো মেঘ। কাগজে রেডিওর খবর, সাগরে নিম্নচাপ। প্রবল ঝড়বৃষ্টি এগিয়ে আসছে উপকূলের দিকে। বেলাবেলি ফিরে এসেছে জামিরালি। চারদিক থমথমে। মানুষজন সন্ত্রস্ত কী হয়, কী হয়। তা হল সন্দের মুখে, ঝড় আছড়ে পড়ল সঙ্গে মুষল বর্ষন। কত মাটির পাড় ধবসে পড়ল। উড়ে গেল টিন আর ঘরের চ াল। গাছ ভাঙার মড়মড় শব্দ। বিজলি চিরে ফেলেছে আকশটা। বৃষ্টির তেজ বেড়ে গেল। ডুবে গেল কলোনিপাড়ার নিচেল রাস্তাঘাট, রাস্তার নিচেই মুখ থুবড়ে পড়ল বাড়িঘর। জামিরালি কুঁকড়ে আছে, হায় আল্লাহ্‌, আজ দোজখ খালি করে সব পাপী জিন্‌রা কী বেরিয়ে পড়েছে? কায়ামতহবে না কি?'

কতক্ষণ নিজের ঘরটা টিকবে জানে না সে। মাটির বাড়ি জড়ের ঝাপটায় কঁকিয়ে উঠছে। এক পাশের চালের টালি উড়ে গেছে। জল ঢুকছে সেই ফাঁকা পথে বারান্দার দিকে। আর একটু গড়িয়ে এলে এ ঘর থৈ থৈ। খিল দেওয়া দরজা বার কয়েক মড়াৎ করে ছিল। পুরোন গরান কাঠ তাই ঝাপটা সামলাচ্ছে। তবে বেশিক্ষণ পারবে না। শীতের স্তব্দ পৃথিবী ভেঙেচুরে নাকাল।

অনেক রাতে ঝড় থামলে দরজা খুলেছিল জামিরালি। বাইরে নিকষ আঁধার। মাঝেমাঝে বিজলি চমকাচ্ছিল। তাতেই দেখতেপেয়েছিল ঘরবাড়ি গাছ পাশাপাশি শুয়ে আছে থৈ থৈ জলে। চারদিকে জল আর জল। দু একটা হারকেন ঘুরছে এদিক ওদিক নিকষআঁধারে। ফিরে এসে কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে বসেছিল, তখন দরজায় খটখট। হারকেনের পলতেটা উসকে দিয়ে দরজা খুলতে একটামেয়ে হুড়মড়িয়ে ঘরে ঢুকল। ওকে চেনে জামিরালি-- ললিতা। কালোনিপাড়ার শেষে ওদের দু'চারটে ঘর। ব্যবসা করে। রাতে মরদতোলে ঘরে।

'জামিরালিদা', আজ রাতটুকু থাকতি দাও। আমাদের ঘরদোর পইড়ে গেস। মালতি, ছবি, বিন্দি ঘরচাপা পড়েস। আমি দৌড়ে আইসি এদিক পানে।' শীতে ঠকঠক কাঁপছে ললিতা।

আবার তোড়ে বৃষ্টি এল বাইরে। ঘরের চালে শব্দ। চাটাইয়ে বসে পড়েছে ললিতা জামিরালির গা ঘেঁসে। হারকেনের তেল কমে এসেছে। দু বার পলতে দপদপ করল। দাঁত ঠকঠকিয়ে শীতকে খতে খতে ললিতা বলল--- 'তোমার কাছে কঁথা নি? বড় শীত লাগে।' দু হাতের ভাঁজে বুক চেপে কাঁপছে।

সেই কবে কোন কালে নিজের বিবি ছেঁড়া শাটি জোড়াতালি দিয়ে কাঁথা করেছিল, পুরান ঝুরঝুরে হলে কলের জলে ভা সিয়েদিয়েছিল, এখন তো কম্বলটুকু ভরসা। তারপর মনে পড়ল, শা'অ পারের মাজারে চাদরাপাশীর নতুন চাদর গুছিয়ে ভাঁজ করে রাখা পুরোন পেঁটবার ভেতর। চাদরটা বের করল সে--- 'নে, নতুন চাতর। সা' পীরবে দোব বলে কিনেছিল াম। এখন তুই তো বাঁচ।' হারকেন নিভে গেল। গোটা ঘরে আঁধার। সে শুনতে পেল, নতুন চাদরের ভাঁজ খুলে খসখসানি শব্দ। ললিতা গায়ে দিচ্ছে। নতুন কাপড়ের গন্ধ। মেয়েটা আনন্দে--- 'ওমা, এ যে দিকি নতুন। বেশ গরম! কী ভাল ল াগতেস!'

জামিরালির দুঃখ হচ্ছিল, এ বছর তার আর চাদরপাশী হল না। না হোক। মেয়েটার শীত কাটুক। শা' পীরের চাদরটা ছিল বলে তার মাটির ঘরটা দুলে উঠেও ভেঙে পড়েনি। আধাঁর ঘরে দুজনে পাশাপাশি বসে থাকতে থাকতে জামিরালি বুঝতে পারল, চাদর গায়ে মেয়েটার টুকরো টুকরো উষ্ণতায় সে আজ নয়, কাল নয়, বেঁচে থাকবে অনন্তকাল।

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com